দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 OCT 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

014

পাইকগাছা-কুমারখালীতে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে ঘাপলার অভিযোগ

পাইকগাছা, ২৬ অক্টোবর (সংবাদদাতা)।— গত ১৭ অক্টোবর পাইকগাছায় প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগে ব্যাপকভাবে কারচুপি হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

জানা যায়, ৭৫ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা সকাল ১০টায় আরম্ভ হওয়ায় কথা থাকলেও প্রকৃত পক্ষে ১২-৩০ মিনিটে শুরু হয়। পরীক্ষা শেষ হয় আড়াইটায়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় খাতা দেখা শুরু হয়। রাত ১২টায় লিখিত পরীক্ষার ফলাফল দেয়া হয়। রাত ১টার সময় মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয়।

জানা যায়, নিয়োগ কমিটির সভাপতি জনাব মোমিন উদ্দীন আহমদ বলেন, মোট ৮ জন আমার নিজের লোক নিতে হবে। এ নিয়ে কমিটির অন্য সদস্যদের মধ্যে বেশ হৈ চৈ শুরু হয়। শোনা যাচ্ছে, মোমিন সাহেব পূর্বেই এদের নিকট থেকে মোটা অংকের টাকা গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে এলাকায় বেশ উত্তেজনা বিরাজ করছে। অবৈধ নিয়োগের ব্যাপারে সম্প্রতি একটি প্রতিবাদ মিছিল এবং বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান দেয়া হয়। এলাকাবাসী অবিলম্বে এ ব্যাপারে উক্ত অবৈধ নিয়োগ বাতিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

দৌলতপুর

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) থেকে সংবাদদাতা জানান, সম্প্রতি কুমারখালী স্থানীয় বিদ্যালয়ে কুমারখালীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের নির্বাচন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। জানা গেছে, উপজেলা প্রশাসন এ ব্যাপারে নাকি ২০-৩০ হাজার টাকা নিয়ে নিয়োগপত্র দিয়েছে। একথা এখন এলাকার লোকের মুখে মুখে। যাদের নেয়া হবে তাদের আগে থেকেই প্রশ্নপত্র বলে দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।